সাঁথিয়া ও চিলমারী

মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে চলছে পাঠদান আতঙ্কে শিক্ষার্থী-অভিভাবক

ভুলবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বারান্দার পিলারগুলো ক্ষয়ে গেছে। একই অবস্থা শ্রেণিকক্ষেরও সমকাল

সাঁথিয়া (পাবনা) ও চিলমারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ০৯:৪৪

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

ভাঙা ছাদ থেকে প্রায়ই পলেস্তারা খসে পড়ছে। ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ায় রড বেরিয়ে গেছে। বৃষ্টি এলেই ছাদ চুইয়ে পড়ছে পানি। এ ছাড়া কক্ষের দেয়াল, ছাদ, পিলার ও বিমে ধরেছে ফাটল। শ্রেণিকক্ষের মেঝে দেবে গেছে অনেকাংশে।

এমন ঝুঁকির মধ্যেই শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার ভুলবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়টি এখন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। পুরোনো একতলা ভবন এতটাই জরাজীর্ণ, যে কোনো সময় ধসে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭৩ সালে ভুলবাড়ীয়া এলাকায় স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ভুলবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়। একটি টিনের ঘরে শুরু হয় কার্যক্রম, যা সরকারি অনুমোদন পায় ১৯৮৯ সালে। ১৯৮০ সালে নির্মিত ৭ কক্ষের একতলা ভবনটি বর্তমানে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে দুটি কক্ষ পুরোপুরি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও কক্ষ সংকটের কারণে বাকি ৫টি কক্ষেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ৭ম থেকে ১০ম শ্রেণির পাঠদান চলছে। সম্প্রতি ভূমিকম্পের পর আতঙ্ক আরও প্রকট হয়েছে।

২০০৫ সালে সরকারিভাবে তিন তলা ভবন নির্মিত হয়। সেখানে অন্যান্য শ্রেণির পাঠদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

দশম শ্রেণির ছাত্রী তমা জানায়, ক্লাস চলাকালীন ছাদ থেকে পলেস্তারা খসে পড়ে। বৃষ্টির সময় বারান্দা দিয়ে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভয়ে অনেক শিক্ষার্থী স্কুলেই আসতে চাইছে না।

বিদ্যালয়ের আইসিটি শিক্ষিকা শারমিন সুলতানা জানান, নবম শ্রেণিতে ক্লাস নেওয়ার সময় হঠাৎ ছাদের বিশাল অংশ ধসে পড়েছিল। সেদিন শিক্ষার্থীরা অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায়। এসব কারণে সন্তানদের স্কুলে পাঠিয়ে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় থাকেন অভিভাবকরা।

অভিভাবক সদস্য মাওলানা আলহাজ উদ্দিন বলেন, বাচ্চারা স্কুলে এলে আমরা আতঙ্কে থাকি– কখন জানি দুর্ঘটনার খবর আসে!

প্রধান শিক্ষক রবিউল করিম ও সভাপতি আতিকুর রহমান জানান, নতুন ভবনের জন্য তারা বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করেছেন। ২০০৫ সালে একটি তিনতলা ভবন নির্মিত হলেও তাতে পর্যাপ্ত জায়গা না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ পুরোনো ভবনে ক্লাস নিতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে সাঁথিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিজু তামান্না বলেন, ‘বিদ্যালয়টির নাজুক অবস্থার কথা আমরা অবগত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভবনটি নিয়ে ভাবার সুযোগ রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ভবনটি আধুনিকায়ন ও সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

একই চিত্র দেখা গেছে কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার মুদাফৎথানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এখানেও প্লাস্টার খসে পড়ছে, দেয়ালে ফাটল, কোথাও বিম বের হয়ে আছে। টিনের ছাদে বড় বড় ছিদ্র। এমন অনিরাপদ পরিবেশেই আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী ঝুঁকি নিয়েই শ্রেণিকক্ষে বসছে।

১৯৪৫ সালে রমনা ইউনিয়নের সরকারপাড়া এলাকায় মুদাফৎথানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে দুটি টিনশেড ঘর ও ২০০৫ সালে নির্মিত দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি একতলা ভবন রয়েছে। দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় তিনটি ভবনই এখন জরাজীর্ণ। একতলা ভবনের ছাদের বিভিন্ন অংশে ধসে গেছে। টিন নষ্ট হয়ে গেছে, বৃষ্টি হলে পানি পড়ে।

সরেজমিন দেখা যায়, ঝুঁকিপূর্ণ ছাদের নিচেই চলছে পাঠদান। শিক্ষার্থীরা গাদাগাদি করে বসে আছে। ঝুলন্ত সিলিং ফ্যানের গোড়া থেকেও প্লাস্টার খসে পড়ছে। কথা হয় শিক্ষক জাহিদুল হাসানের সঙ্গে। তিনি জানান, ভবনের অবস্থা এতটাই নাজুক যে, প্রায়ই শ্রেণিকক্ষে পোকামাকড় ও সাপ দেখা যায়। তিনি নিজেই দুদিন দুটি সাপ মেরেছেন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় চারটি বৈদ্যুতিক পাখা চুরি হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী শ্রুতি রানী ও লামিম জানায়, ক্লাস করার সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। প্রায়ই প্লাস্টার খসে পড়ে। বৃষ্টি হলে পানি ঢুকে যায়। ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে বই-খাতা ভিজে যায়। পোকামাকড়, সাপ-ব্যাঙের আনাগোনাও রয়েছে। ভয়ে ক্লাসে মন বসানো কষ্টকর হয়। তারা দ্রুত একটি নতুন ও নিরাপদ ভবন নির্মাণের দাবি জানিয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মন্নুজান মেঘলা বলেন, শ্রেণিকক্ষের সংকটের কারণে বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কক্ষেই পাঠদান চালাতে হচ্ছে। একটি বহুতল ভবন নির্মাণ এখন সময়ের দাবি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সবুজ কুমার বসাক জানান, ভবন নির্মাণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল, তবে অনুমোদন পাওয়া যায়নি। বিষয়টি আবারও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।